তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৪৯৭

**হাট-বাজারের চৌহদ্দি থেকে কাঁচা-বাজার স্থানান্তরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল):

মূল হাট ও বাজারের চৌহদ্দি (পেরিফেরি) থেকে কাঁচা-বাজার, মাছ-বাজার, শাক-সবজির বাজারসমূহ নিকটবর্তী সরকারি খাস বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে এই আপৎকালীন (করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবকালীন) সময়ের জন্য স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করে আজ দেশের সকল জেলায় পত্র জারি করে ভূমি মন্ত্রণালয়।

নির্দেশে স্থানান্তরিত হাট ও বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতার সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করার কথাও বলা হয়েছে।

করোনা ভাইরাসজনিত কারণে হাট ও বাজারে ব্যাপক জনসমাবেশ/উপস্থিতি সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকার পরিপন্থী। ফলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে কাঁচা-বাজার, মাছ-বাজার, শাক-সবজির বাজারসমূহ মূল বাজার/তোহা বাজারের চৌহদ্দি থেকে নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হওয়াতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী-এর নির্দেশে আজ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূমি মন্ত্রণালয়।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/সঞ্জীব/মাসুম/২০২০/ ২০: ৪৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৪৯৬

 **নারী ও শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে**

 **মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল):

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় ১০ লাখ ৪০ হাজার দুস্থ- অসহায় নারীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে। শহর অঞ্চলে ২ লাখ ৭৫ হাজার কর্মজীবী দরিদ্র মাকে ল্যাকটেটিং মা ভাতা ও পল্লি অঞ্চলের ৭ লাখ ৭০ হাজার দরিদ্র মাকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করছে। এছাড়াও সমাজের দুস্থ নারী ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তামূলক এসব কার্যক্রমের সুবিধাভোগীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা এবং নারী ও শিশুর উন্নয়নে চলমান সকল প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটির পর সীমিত পরিসরে অফিসের প্রথম কার্যদিবসে মন্ত্রণালয়ের এক জরুরি সভায় এসব কথা বলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন ও দপ্তর-সংস্থার প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। নারী ও শিশুসহ সমাজের অসহায় মানুষের সরকারের সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতার মাধ্যমে সরকার এক কোটি মানুষকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। একজন মানুষ ও যেন অনাহারে অধহারে না থাকে সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করছে।

 প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার এর সভাপতিত্বে আজকের এ জরুরী সভায়  মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর / সংস্থার সকল  কর্মকর্তা/কর্মচারী যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদের  দাপ্তরিক  কাজ সম্পাদন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি  নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ০১ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও চলমান প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে অবস্থান এবং জরুরি প্রয়োজনে  অফিসে উপস্থিত হয়ে  দাপ্তরিক  কার্যাদি সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

#

আলমগীর/ফারহানা/সঞ্জীব/মাসুম/২০২০/ ২০:১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৪৯৫

 **দেশেই বিশ্বমানের সুপার এনামেল তামার তার তৈরি হচ্ছে**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল):

 দেশে বিশ্বমানের সুপার এনামেল তামার তার তৈরি করে মুনাফার ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর শিল্প প্রতিষ্ঠান গাজী ওয়্যারস লিমিটেড। জাপানের উন্নতমানের ইলেকট্রোলাইটিক তামার তার এবং  হিটাচির  ইনসুলেটিং ভার্নিস ব্যবহার করে  ৯৯ দশমিক ৯৯ ভাগ সুপার এনামেল তামার তার উৎপাদন করছে এ কারখানা। ফলে  সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের তামার তার সরবরাহ করে লাভের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে গাজী ওয়্যারস।

 শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন  বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি)-এর সূত্রে জানা যায়, গাজী ওয়্যারস লিমিটেড ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৭ দশমিক ৪৭, ১৭ দশমিক ৮২, ১৯ দশমিক ৫৫, ১৬ দশমিক ৪৭, ২১ দশমিক ১৩ ও ৯ দশমিক ২৭ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান  এবং ১১ দশমিক ৯৮, ১৫ দশমিক ৮৮, ১৬ দশমিক ৪৩, ৮ দশমিক ৮৩, ৮ দশমিক ২৬ ও ১ দশমিক ২৫ কোটি টাকা লাভ করেছে।

 উল্লেখ্য, গাজী ওয়্যারস লিমিটেডের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অক্টোবর ২০১৮ হতে   ‘গাজী ওয়্যারস লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কারখানাটিকে শক্তিশালী করে এটির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ৬৮ কোটি ৯৮ লাখ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা ডিসেম্বর ২০২১ সাল নাগাদ সমাপ্ত হবে।

 বিএসইসি'র সূত্রে আরও জানা যায়, গাজী ওয়ারস লিঃ বৃটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রস্তুত  করা হয়, যা বিএসটিআই  ও আইএসও  ৯০০১:২০১৫ সনদপ্রাপ্ত। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য গাজী ওয়্যারস লিমিটেড রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটেগরিতে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬' অর্জন করে।

#

মাসুম বিল্লাহ/ফারহানা/সঞ্জীব/মাসুম/২০২০/ ১৯:৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৪৯৪

**করোনা ভাইরাস জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের**

**অনুকূলে আরও ৫২ কোটি ২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল):

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ত্রাণকার্য পরিচালনা, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধসহ বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো ৫২ কোটি ২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত জিও জারি করা হয়।

 এর মধ্যে ৪৯২টি উপজেলা পরিষদের জন্য ২৪ কোটি ৪৫ লাখ, ৬১টি জেলা পরিষদের জন্য ১৬ কোটি, ১২টি সিটি করপোরেশনের জন্য ৬ কোটি ৮০ লাখ এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ১৩৮টি পৌরসভার জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

 ইতিপূর্বে গত ২৫ মার্চ করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৮টি পৌরসভা ও ৪৯২টি উপজেলা পরিষদের জন্য সর্বমোট ৩৩ কোটি ২ লাখ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল।

#

মাহমুদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/মাসুম/২০২০/ ১৯:৫৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৪৯৩

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল ):

         ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৫৩ কোটি ৬৫ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ এবং ১ লাখ ৪ হাজার ২ শত ৬৭ মেট্রিক টন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

          দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

          রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৪১৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ হাজার ৪১৬ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১২২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জন-সহ এ পর্যন্ত এ রোগে ১৪৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৪৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 দেশে মোট ২১টি প্রতিষ্ঠানে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা সম্পাদিত হচ্ছে। দেশে সর্বমোট ১৫ লাখ ১৬ হাজার ১৯০টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ১২ লাখ ৫২ হাজার ২৩৩টি এবং ২ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫৭টি মজুত আছে।

 আশকোনা হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জন এবং ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ৬০০ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আশকোনা হজ ক্যাম্পে মোট ৩২০ জন এবং ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ১৮১ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে।

 সারা দেশে ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬০১টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩০ হাজার ৬৩৫ জনকে।

#

তাসমীন/ফারহানা/সঞ্জীব/মাসুম/২০২০/ ১৮.১৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৯২

**সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, কেউ যেন অনাহারে না থাকে**

 **– তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা: ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল ):

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, কেউ যেন অনাহারে না থাকে।

 আজ রাজধানীতে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিজ দপ্তরে সীমিত পরিসরে অফিস খোলার প্রথম দিন অনলাইনে গণমাধ্যমে দেয়া বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় তথ্যসচিব কামরুন নাহার, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে এ বিশেষ পরিস্থিতিতে যারা দিন এনে দিন খায়, যারা দরিদ্র, তাদের অসুবিধা না হয়। সরকারের পাশাপশি বিত্তবান, দয়ালু এবং সমাজসেবীরাও এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দও সারা দেশে দরিদ্র মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য কেউ যেন অনাহারে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

 ড. হাছান জানান, করোনা ভাইরাস থেকে দেশবাসীকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এবং যাতে এ ভাইরাস জনসাধারণের মাঝে না ছড়ায়, সেজন্যে সরকার ২৬ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছিল এবং পরে সেই ছুটি বৃদ্ধি করে ৫ মে পর্যন্ত করা হয়েছে। এ ছুটি চলাকালীনও যেহেতু জরুরি সেবা আমাদের দিতে হয়, সেজন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর যেমন: তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদফতর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন চালু ছিল। সেকারণে আমাদের কর্মকর্তাদের সীমিত আকারে অফিস করতে হয়েছে। সম্প্রতি সরকার জরুরি বিভিন্ন বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়, যেগুলো সবার সাথে যুক্ত সেগুলো খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

[ বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ সরকারের নানা সহায়তা কর্মসূচির আওতার মধ্যে আছে এবং সহায়তা পাচ্ছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সরকার ভিজিডির মাধ্যমে ১০ লাখ ৪০ হাজার পরিবারকে সহায়তা দিচ্ছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা মূল্যে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। সাড়ে ১২ লাখ পরিবার ওএমএসের মাধ্যমে সহায়তা পাচ্ছে। মৎস্য ভিজিএফ এ মাসে আগামী মাসে ৩ লাখ পরিবার মৎস্য ভিজিএফ পাবে। এর বাইরে জেলা প্রশাসন শাক-সবজি, দুধ কিনে জনগণের মধ্যে বিতরণ করছে।’

 আজকে এ বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল পর্যন্ত ১ লাখ ১৫ হাজার মেট্রিক টন চাল, ৪৯ কোটি টাকা ও শিশুখাদ্যের জন্য বিশেষ নগদ অর্থ ১১ কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, জানান ড. হাছান মাহমুদ। ‘এছাড়াও বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত ভাতাসহ নানাবিধ ভাতার মাধ্যমে দেশের আরো প্রায় ১ কোটির কাছাকাছি লোক নানাধরণের সহায়তা পাচ্ছে। অর্থাৎ দেশের এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ সরকারের এই সহায়তার আওতার মধ্যে রয়েছে’ বলেন তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/মাসুম/২০২০/১৮:১৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯১

**সারাদেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৭ মেট্রিক টন চাল বিতরণ**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

 গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল সারাদেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৭ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়।  মোট ভোক্তা সংখ্যা ছিল ২৩৩ জন।

 খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবারকে বছরে পাঁচ মাস (মার্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে প্রদান করা হয়।

 এছাড়া ওএমএস এর আওতায় ১০ টাকা মূল্যে চাল বিতরণ করা হয়। গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল সারাদেশে ওএমএস এর মাধ্যমে ২০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। ভোক্তা সংখ্যা ছিল ৪ হাজার।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় যে ৫০ লাখ পরিবার রয়েছে তাদেরকে বাইরে রেখে আরো ৫০ লাখ কর্মহীন দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রতি কেজি ১০ টাকা মূল্যে ওএমএসের চাল বিতরণ করার জন্য তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

#

সুমন মেহেদী/অনসূয়া/কামাল/২০২০/১৫২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯০

**পবিত্র রমজান উপলক্ষে সাশ্রয়ীমূল্যে টিসিবি’র** **১,৪৬৮.৮২ মে.টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

 পবিত্র রমজান উপলক্ষে গতকাল ঢাকাসহ প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৫৫টি ট্রাকসেল এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬২৭.৯ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল, ৪৫৫ মেট্রিক টন চিনি, ৯১ মেট্রিক টন মশুর ডাল, ২২৭.৫ মেট্রিক টন ছোলা, ৩৪.১২ মেট্রিক টন খেজুর এবং ৩৩.৩ মেট্রিক টন পেঁয়াজসহ মোট ১,৪৬৮.৮২ মেট্রিক টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ক্রেতার কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ সকল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ লিটার সয়াবিন তেল, ৩ কেজি চিনি, ১ কেজি মশুর ডাল, ২ কেজি ছোলা, ১ কেজি খেজুর এবং ২ কেজি পেঁয়াজ  বিক্রয় করা হচ্ছে।

 গত পহেলা এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী ট্রেডিং করপোরেশন অভ বাংলাদেশ (টিসিবি) উল্লিখিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবি’র মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে চিনি প্রতি কেজি ৫০ টাকা, মশুর ডাল প্রতি কেজি ৫০ টাকা, সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ৮০ টাকা, ছোলা প্রতি কেজি ৬০ টাকা, খেজুর প্রতি কেজি ১২০ টাকা এবং পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৩৫ টাকা মূ্ল্যে বিক্রয় করছে।

[

#

বকসী/অনসূয়া/কামাল/২০২০/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৮

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৫৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন উপমহাদেশের এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯১৬- ১৯২১), কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩), পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পূর্ব বাংলার গভর্নরের (১৯৫৬-১৯৫৮) পদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও বাগ্মী। তিনি একাধারে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল তিনি গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

হক সাহেব ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি (কেপিপি) এবং ১৯৫৩ সালে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সংস্কারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলার শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক সমাজকে ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর উদ্যোগে গঠিত ‘ঋণ সালিশী বোর্ড’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগবিধি, প্রজাসত্ত্ব আইন, মহাজনী আইন, দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়নের ফলে এ অঞ্চলের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিক উপকৃত হন। এই বরেণ্য রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ কে ফজলুল হকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি এ মহান নেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৩১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৯

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার কৃষক ও মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শেরে বাংলা এ কে (আবুল কাশেম) ফজলুল হক-এর ৫৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

শেরে বাংলা এদেশের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে আজীবন কাজ করে গেছেন। কৃষকদের অধিকার আদায়ে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে এ কে ফজলুল হক দরিদ্র কৃষক এবং প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষি ঋণ আইন প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনসহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন।

জমিদারগণ রায়তদের ওপর যে আবওয়াব ও সেলামি ধার্য্ করতেন, তিনি তার বিলোপ সাধন করেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্ব, উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জনগণ তাঁকে ‘শেরে বাংলা’ বা ‘বাংলার বাঘ’ খেতাবে ভূষিত করেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর আদর্শিক ঐক্য ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। শোষণ ও বঞ্চনাহীন ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

বাংলার গরীব-দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর অসীম মমত্ববোধ ও ভালবাসা এ দেশের মানুষকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে।

আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা